কুষ্টিয়ায় স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ

কুষ্টিয়া শহরতলীর কানাবিল মোড় এলাকায় মাদকের টাকার জন্য মিম খাতুন (২২) নামে এক গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার স্বামী আকাশের বিরুদ্ধে।

বুধবার (৩ জুন) ভোরে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নিহত মিম খাতুনের তানহা নামে পাঁচ বছর বয়সী একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। তিনি হস্তশিল্পের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

নিহতের ছোট ভাই আবির অভিযোগ করে বলেন, “আমার দুলাভাই আকাশ একজন মাদকাসক্ত। সে প্রায়ই মাদকের টাকার জন্য আমার বোন মিমকে নির্যাতন করত। গত ১ জুন আমার বাড়ি জুগিয়ায় থাকা অবস্থায় আকাশ আমার বোনের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন নিয়ে যায়।

পরে আমার বোন ফোনটি ফেরত নিতে তার স্বামীর বাড়িতে গেলে তাকে বেধড়ক মারধর করা হয়। একপর্যায়ে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে তাকে ঘরের আড়ার সঙ্গে ঝুলিয়ে আত্মহত্যার নাটক সাজানো হয়। পরে স্থানীয়রা মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।”

ঘটনার সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী কুষ্টিয়া মডেল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) কাজী শামসুল আলম বলেন, “নিহত মিমের শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে।”

ঝিনাইদহে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গোয়ালপাড়া গ্রামে পারিবারিক কলহের জের ধরে সাগরিকা আক্তার বুলবুলি নামের এক গৃহবধুকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্বামী শিমুল মিয়ার বিরুদ্ধে। এ ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছে অভিযুক্ত স্বামী।

রোববার (২৪মে) ভোররাতে সদর উপজেলার গোয়ালপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত সাগরিকা আক্তার বুলবুলি সদর উপজেলার করিমপুর গ্রামের ইন্তাজ আলী বিশ্বাসের মেয়ে এবং পলাতক স্বামী শিমুল হোসেন একই উপজেলার গোয়ালপাড়া গ্রামের রহিম মিয়ার ছেলে।

নিহতের পিতা ইন্তাজ আলী বিশ্বাস অভিযোগ করেন, বেশ কয়েকদিন ধরে শিমুল তার স্ত্রী বুলবুলিকে মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার করে আসছিলো। বাবার বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য চাপও দিচ্ছিলো। এর আগের মারধর করার কারণে বুলবুলি বাবার বাড়িতে চলে যায়। গত ৩ দিন আগে শিমুল তাকে নিয়ে বাড়িতে আসে।

শনিবার গভীর রাতে বুলবুলিকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে শিমুল। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থা রোববার ভোররাতে মারা যায় বুলবুলি।

এ ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছে অভিযুক্ত স্বামী শিমুল হোসেন। হত্যাকারী শিমুল হোসেনকে গ্রেফতার করে শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্বজনরা।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আসাদউজ্জামান বলেন, ঘটনার সংবাদ শুনে আমি ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। আসামী গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

কোটচাঁদপুরে স্বামীর পুরুষাঙ্গ কেটে দিলেন স্ত্রী

কোটচাঁদপুরে স্বামীর গোপনাঙ্গ কেটে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সোমবার গভীর রাতে উপজেলার বলাবাড়িয়া খানপাড়ায় এই ঘটনা ঘটে। বর্তমানে স্বামী উজ্জ্বল খাঁ কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

জানা গেছে, কোটচাঁদপুরের বলাবাড়িয়া গ্রামের জাহাঙ্গীর খাঁর ছেলে উজ্জ্বল খাঁ (৪২)। দীর্ঘদিন ধরে তারা একত্রে সংসার করলেও প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ চলত তাদের মধ্যে। মঙ্গলবার সকালে এ দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যায়। তবে অনেকেই এই ঘটনা চরম সামাজিক অবক্ষয় হিসেবে উল্লেখ করে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

ঘটনার বিষয়ে স্বামী উজ্জ্বল খাঁ বলেন, “আমি ক্লাস ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সময় রুবিনাকে বিয়ে করি। সেই সময় থেকে আমরা একসাথে সংসার করছি এবং দুই কন্যা সন্তানের জনক। কিছুদিন ধরে রুবিনা আমার সঙ্গে খারাপ আচরণ করছিল। এজন্য আমি বাইরে ছিলাম। সোমবার রাতে বাড়ি ফিরে রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

এ সুযোগে সে ধারাল দান্ট দিয়ে আমার গোপনাঙ্গে কোপ দেয়। চিৎকার শুনে পরিবারের লোকজন ছুটে আসে। এরপর আমাকে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। এ ঘটনায় থানায় মামলা দায়ের করার পরিকল্পনা রয়েছে।”

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদউজ্জামান বলেন, “উজ্জ্বলের পরিবারের লোকজন থানায় এসে মামলা করেছেন। মামলা হলে তদন্তের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

গাংনীতে প্রবাসীর স্ত্রীর তিন

লাখ টাকার স্বর্ণ নিয়ে লাপাত্তা জ্বিনের বাদশা

‘জ্বিনের বাদশা’র কথায় বিশ্বাস করে তিন লাখ টাকা মূল্যের স্বর্ণ জমা দিয়ে পিতলের মূর্তি পেলেন এক প্রবাসীর স্ত্রী। প্রায় দুই মাস মোবাইলে যোগাযোগের পর এমন প্রতারণার শিকার হন ওই নারী। ঘটনাটি ঘটেছে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামের মালয়েশিয়া প্রবাসী আশরাফুলের স্ত্রী লিলুফা খাতুনের সঙ্গে। এ ঘটনায় জেলাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ভুক্তভোগী নারী জানান, দুই মাস আগে গভীর রাতে একটি অচেনা নম্বর থেকে তার মোবাইলে কল আসে। তিনি কল রিসিভ করলে অপর প্রান্তের ব্যক্তি নিজেকে ‘জ্বিনের বাদশা’ পরিচয় দেন। কল কেটে দিলে পরিবারের বড় ক্ষতি হবে বলে ভয় দেখিয়ে কল না কাটতে বলেন। তিনি বিভিন্ন দোয়া-দরুদ ও মন্ত্র পড়তে থাকেন এবং এ বিষয়ে কাউকে কিছু না বলতে নিষেধ করেন।

পরদিন মধ্যরাতে আবার কল দিয়ে তাকে নিজের মেয়ে দাবি করেন এবং ধনসম্পদে ভরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন। এভাবে প্রায় দুই মাস ধরে তার সঙ্গে নিয়মিত কথা বলতে থাকেন।

গত শনিবার গভীর রাতে আবারও কল দিয়ে কথিত ‘জ্বিনের বাদশা’ বলেন, “তুমি আমার মেয়ে। তোমাকে অনেক ধনসম্পদ দিতে চাই। গাংনী বড় মসজিদের পেছনে একটি স্বর্ণের মূর্তি রাখা আছে। সেটি নিয়ে বাড়িতে গোপন জায়গায় রাখবে। বিনিময়ে তোমার বাড়িতে থাকা সব স্বর্ণের গহনা ওই স্থানে রেখে আসবে। পরদিন সকালে গহনাগুলো সেখান থেকে নিয়ে যাবে।”

তার নির্দেশনা অনুযায়ী লিলুফা খাতুন স্বর্ণের চেইন, দুল, চুড়িসহ বিভিন্ন গহনা নির্দিষ্ট স্থানে রেখে মূর্তিটি বাড়িতে নিয়ে আসেন। পরদিন রোববার দুপুরে গহনা নিতে গিয়ে সেখানে কিছুই না পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। তখনই বুঝতে পারেন যে তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন।

পরে কথিত ‘স্বর্ণের মূর্তি’টি স্বর্ণকারের কাছে নিয়ে গেলে জানা যায়, সেটি পিতল/কাঁসার তৈরি। প্রায় তিন লাখ টাকা মূল্যের স্বর্ণালঙ্কার খোয়া গেছে বলে জানান তিনি। বিষয়টি এলাকায়

জানাজানি হলে উৎসুক জনতা মূর্তিটি দেখতে ভিড় করেন।

গাংনী থানার ওসি উত্তম কুমার বলেন, “এটি একটি প্রতারক চক্রের কাজ। ভুক্তভোগী অভিযোগ করলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

ঝিনাইদহে তালাবদ্ধ দোকানঘর থেকে স্ত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার, স্বামী পলাতক

ঝিনাইদহে স্বামীর তালাবদ্ধ দোকানঘর থেকে স্ত্রী তাসলিমা খাতুন
(৩৮) নামে এক গৃহবধুর মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রবিবার রাতে ঝিনাইদহ শহরতলীর গোপীনাথপুর এলাকার ওই কাঠের দোকানের ভিতর থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনার পর থেকে তাসলিমা খাতুনের স্বামী লাল মিয়া পলাতক রয়েছে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, ঝিনাইদহ শহরতলীর গোপিনাথপুর গ্রামের কাঠমিস্ত্রী লাল মিয়া ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের পাশে একটি দোকান করে ফার্নিচার তৈরির কাজ করেন।

সকালে লালমিয়া দোকানে এলে বাড়ি থেকে তার স্ত্রী তাসলিমা খাতুনও দোকানে আসে। বিকেলে তার ছেলে বাড়িতে এসে বাবা-মা কাউকেই খুজে পায়না। অনেক খোঁজাখুজি পরে তাদের কাঠের দোকানে গেলে ঘরের ভিতর তার মা তাসলিমার মৃতদেহ দেখতে পায়। তখন সে পুলিশে খবর দেয়। পরে পুলিশ এসে তার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। এটি হত্যাকান্ড বলে পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে।

হরিণাকুণ্ডুতে স্বামী হত্যার দায়ে স্ত্রী ও তার প্রেমিককে যাবজ্জীবন

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুু উপজেলার ভালকী গ্রামে পরকীয়ার জেরে চাঞ্চল্যকর জসিম হত্যা মামলায় স্ত্রী রিতা খাতুন ও তার প্রেমিক আব্দুল মালেককে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার দুপুরে ঝিনাইদহ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ-২ আদালতের বিচারক উৎপল ভট্টাচার্য্য এই রায় ঘোষনা করেন। আদালতের বেঞ্চ সহকারী মামুনুর রশিদ এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

দন্ডিত রিতা খাতুন হরিণাকুন্ডু উপজেলার কেষ্টপুর গ্রামের জয়নাল মন্ডলের মেয়ে এবং তার পরকীয়া প্রেমিক আব্দুল মালেক একই উপজেলার কাপাশহাটিয়া ইউনিয়নের ভালকী গ্রামের জালাল মন্ডলের ছেলে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০২২ সালের ১৭ নভেম্বর রিতা খাতুন ও তার পরকীয়া প্রেমিক আব্দুল মালেক কৌশলে বাড়ির পাশে ডেকে নিয়ে জসিম উদ্দিনকে চেতনানাশক ওষুধ খাইয়ে হত্যা করে। পরে ওই ঘটনায় নিহতের ভাই আব্দুর রশিদ বাদী হয়ে হরিণাকুন্ডু থানায় একটি হত্যা মামলায় দায়ের করেন।

দীর্ঘ তদন্ত শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই অনিশ মন্ডল আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। ২০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রমান শেষে আদালত উল্লেখিত রায় দেন।

রায়ে স্বামী হত্যার দায়ে অভিযুক্ত রিতা খাতুন ও তার প্রেমিক আব্দুল মালেককে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৩ মাসের কারাদন্ড দেন আদালত। বাদীপক্ষে এ্যাড রবিউল ইসলাম, এ্যাড নেকবার ও এ্যাড রিমা ইয়াসমিন এবং আসামী পক্ষে এ্যাড আনোয়ার হোসেন ও এ্যাড গৌতম কুমার মামলাটি পরিচালনা করেন।

রায় ঘোষণার পর মামলার বাদী আব্দুর রশিদ বলেন, আসামীদের ফাঁসি হলে আরো খুশি হতাম। তিনি বলেন, দন্ডিত আসামী তার ভাবি রিতা ও আব্দুল মালেক পরিকল্পিত ভাবে তার ভাইকে হত্যা করেছে, যা আমরা প্রমান করতে সামর্থ হয়েছি।

মেহেরপুরে স্ত্রী হত্যা মামলায় স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মেহেরপুরে স্ত্রীকে হত্যার মামলায় স্বামী সেন্টু মিয়াকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও দুই বছর কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত।

আজ সোমবার (৩০ জুন) দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক নাছিম রেজা এই দণ্ডাদেশ দেন।
দণ্ডিত সেন্টু মিয়া মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার আকুবপুর বাজারপাড়া এলাকার নুরুল ইসলামের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৭ সালের ৫ জুন তিনি তার স্ত্রী সাগরিকাকে হত্যা করে আত্মহত্যা করেছে বলে প্রচার চালান। পরে নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করা হয় এবং মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্ত করা হয়। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ঘটনায় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ২০১৮ সালের ১৭ জানুয়ারি বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩০২/২০১ ধারায় আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন।

মামলার ১৭ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যে সেন্টু মিয়া দোষী সাব্যস্ত হলে, বিজ্ঞ বিচারক তাকে যাবজ্জীবন সাজা ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও দুই বছর কারাদণ্ডাদেশ দেন।

মামলায় সরকারি পক্ষের কৌঁসুলি ছিলেন পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) সাইদুর রাজ্জাক এবং আসামিপক্ষের কৌঁসুলি ছিলেন অ্যাডভোকেট নুরুল হাসান রন্টু।

কোটচাঁদপুরে স্ত্রীর দেয়া ধর্ষণ মামলায় বেকায়দায় স্বামী

প্রেম করে বিয়ে করেন সৌমিক নাজিফা (শুপ্তি) ও ওলিয়ার রহমান লিয়ন। দাম্পত্য জীবনের ১০ মাস পর এখন স্ত্রীর দেয়া ধর্ষণ মামলা কাধে নিয়ে ঘুরছেন ওই স্বামী। সে কোটচাঁদপুর বাজে বামনদহ পালপাড়ার শুকুর আলীর ছেলে। বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্টদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন ভুক্তভোগী।

ভুক্তভোগী ওলিয়ার রহমান (লিয়ন) বলেন, বিয়ের আগে আমার সঙ্গে ৬/৭ মাস সম্পর্ক ছিল সুপ্তির। সেটা ওর পিতা জানতে পেরে অন্যত্র বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছিল। এ সময় আমরা এক সাথে তাঁর মামার বাড়ি সলেমানপুর রবিউল ইসলামের বাড়িতে যায়। এরপর আব্দুল কাদের হুজুরকে ডেকে এনে হাতে হাত দিয়ে কবুল পড়িয়ে দেন। এরপর থেকে আমরা দীর্ঘ ১০ মাস যবাৎ দাম্পত্য জীবন কাটিয়েছি।

তবে মাঝে মধ্যে আমার স্ত্রী সঙ্গে একটু ঝামেলা হতো। এটা নিয়ে তাঁর পরিবারের লোকজন খারাপ আচরণ করতো আমার ও আমার পরিবারের মানুষদের সঙ্গে। সে কারণে আমি আইন মোতাবেক তাঁর খোরপোশের টাকা দিয়ে তালাক দিই। এতে করে তারা আমাকে কোন রকম আটকাতে না পেরে, তারা আমার নামে ধর্ষন মামলা দিয়েছেন।

অন্যদিকে মেয়ের পিতা ফিরোজ হোসেন বলেন, তারা সম্পর্ক করে বিয়ে করেন। তবে আমি প্রথম থেকেই ওই বিয়ের বিরোধিতা করে আসছিলাম। তবে বিয়ের বেশ কিছু দিন পর জানতে পারলাম,ওলিয়ার মেয়েকে মারধর সহ শারিরীক ভাবে নির্যাতন করেন। আর তারা যে বিয়ে করেছেন, এর কোন কাগজপত্র এখনও দেখাতে পারেনি। এ কারণে তাঁর নামে ধর্ষণ মামলা করা হয়েছে।

খোরপোষের টাকা নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ওরা নিজেরা টাকা পাঠিয়ে, নিজেরাই রিসিভ করেছেন। এখন তারা মিথ্যা কথা বলছেন। আমি কোন টাকা রিসিভ করি নাই।

প্রতিবেশী শাকিল হোসেন বলেন, আগে থেকে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। ঘটনাটি জানাজানি হয়ে গেলে, তারা বিয়ে করেন। পরে সলেমানপুর মেয়ের মামা রবিউল ইসলামের বাড়ি থেকে মেয়ে তুলে দেন। ওইদিন কাজী দিয়ে বিয়ে হয়েছিল কিনা জানিনা। তবে হুজুর ডেকে দোয়া

অনুষ্ঠান করেছিল।

হুজুর আব্দুল কাদের বলেন, ঘটনা তো এক বছর আগের। মেয়ের মামা রবিউল ইসলামের ছেলে আমার কাছে পড়েন। হঠাৎ করে মসজিদে এসে বলেন আমার ভাগ্নির কাবিন করে বিয়ে হয়ে গেছে। আপনি ছেলেকে নিয়ে আসেন একটু দোয়া করে দিবেন। সে কথা মোতাবেক আমি গিয়েছিলাম। এরপর আমি দোয়া করে চলে আসি। তবে কাবিন কোথায় করেছে, কিভাবে করেছেন আমি জানিনা।

ঘটনাটি সুষ্ঠু তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন ভুক্তভোগী ও তাঁর পরিবার।

গাংনীতে পুরানো বিল্ডিংয়ের ছাদ ভেঙে ভিক্ষুক নিহত, আহত স্ত্রী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা শহরে একটি মেয়াদ উত্তীর্ণ বিল্ডিংয়ের দেয়াল ধ্বসে আমজাদ হোসেন (৬৮) নামের এক ভিক্ষুক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন তার স্ত্রী রহিমা খাতুন।

বৃহস্পতিবার (১ মে) সকাল ১০টার দিকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আমজাদ হোসেন মারা যান।

নিহত আমজাদ হোসেন দীর্ঘদিন ধরে গাংনী উপজেলার বাওট গ্রামের বাজারপাড়া এলাকায় বসবাস করতেন। স্ত্রী রহিমা খাতুনসহ দুজনেই ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার মধ্যরাতে গাংনী বাজার মসজিদের সামনে পৌরসভার নির্মাণাধীন ড্রেনের পাশে হেকিম মজিবর রহমানের

পুরাতন ভবনের বারান্দায় আমজাদ হোসেন ও তার স্ত্রী ঘুমিয়ে ছিলেন। এ সময় ভবনের ছাদ ধসে পড়ে তাদের ওপর। এতে আমজাদ হোসেন গুরুতর আহত হন। ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়রা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়, যেখানে তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে গাংনী পৌরসভা এলাকায় ড্রেন নির্মাণকাজ অত্যন্ত ধীরগতিতে চলছে। প্রায় ১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪.৩ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণকাজ ২০২৩ সালে শুরু হলেও আজও সম্পূর্ণ হয়নি। কাজের ধীরগতি এবং পৌরসভার অবহেলার কারণে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকছে।

এ বিষয়ে গাংনী পৌরসভার প্রকৌশলী শামীম আহমেদ বলেন, “ড্রেন নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল ২০২৩ সালে। তবে কাজ শুরুর পর প্রথম ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কাজ ফেলে চলে যায়। পরে নতুনভাবে কাজ আবারও শুরু হয়েছে।”

সাবেক মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের স্ত্রী সৈয়দা মোনালিসার জামিন

সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের স্ত্রী ও যুব মহিলা লীগের কেন্দ্রীয় সহ-সভানেত্রী সৈয়দা মোনালিসা ইসলামকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট।

গতকাল সোমবার (২৪ মার্চ) হাইকোর্টের বিচারপতি মো. ইকবাল কবির ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ রুলসহ এ আদেশ দেন। আদালতে আজ রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল তাহেরুল ইসলাম তৌহিদ, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল মো. মিজানুর রহমান ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আল-আমিন।

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল তাহেরুল ইসলাম তৌহিদ বলেন, এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আবেদনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আমরা আপিল

করবো।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঘটনায় দায়ের করা এক মামলায় গত ১৬ ফেব্রুয়ারি রাতে ঢাকার ইস্কাটন এলাকা থেকে সৈয়দা মোনালিসা ইসলামকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

পরদিন ১৭ ফেব্রুয়ারি মেহেরপুর আমলি আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। আমলি আদালতের বিচারক বেগম শারমিন নাহার তাকে তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।